ভোরের কাগজ DEC. -3 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

নকল ঠেকানোর কড়া ব্যবস্থা নেওয়ায় বরিশাল সরকারি কলেজে তাণ্ডব

ভাঙচুর, লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার ১৯

বরিশাল প্রতিনিধি : ডিগ্রি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে সরকারি বরিশাল কলেজ কেন্দ্রে ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ এবং ১৯ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে। ১৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অন্যদিকে এক বহিরাগত ছাত্রলীগ ক্যাডারকে নকল সরবরাহে বাধা দিতে গিয়ে সরকারি বিএম কলেজ কেন্দ্রে লাঞ্ছিত হয়েছেন তিনজন পরিদর্শক অধ্যাপক।

সরজমিন পরিদর্শন সূত্রে জানা গেছে, সরকারি বরিশাল কলেজ কেন্দ্রে এবারে শহরের ইসলামিয়া কলেজের ১ হাজার ৫৫ জন পরীক্ষার্থীর আসন পড়ে। এর মধ্যে গতকাল হিসাববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, সাধারণ ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাসের ৪৭৭ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছিল। শুরু থেকেই এ পরীক্ষা কেন্দ্রে এডিসি (শিক্ষা), এনডিসি, এসিল্যান্ড ও দুই ম্যাজিস্ট্রেট গতকাল অসদুপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন। এ সময় কর্তব্যরত পরিদর্শক ও পুরুষ ম্যাজিস্ট্রেটরা মহিলা পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করলে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক মহিলা পরীক্ষার্থী থাকলেও সরকারি কর্মকর্তা বহরে কোনো মহিলা ছিলেন না।

ফলে এক পর্যায়ে বেলা সোয়া ১২টার দিকে ৪র্থ তলার ৪০৩ নং কক্ষের এক পরীক্ষার্থিনীর সঙ্গে কর্মকর্তাদের আচরণকে কেন্দ্র করে ভাঙচুর শুরু হয়। উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীরা সাতটি পরীক্ষা কক্ষ, মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের দুটি ল্যাবরেটরি, মার্কেটিং বিভাগের অফিস কক্ষের সব মালামাল ও আসবাবপত্র ভেঙেচুরে ধ্বংস করে নিচের মাঠে ফেলে দেয়। ফলে ঐ সময় হতে এ কেন্দ্রের পরীক্ষা ভবনের ৩য়, ৪র্থ তলায় পরীক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। মহিলা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কান্নার রোল ওঠে। অনেক খাতাপত্র এডমিট কার্ড খোয়া যায়। কেন্দ্র হতে ছাত্রদের নিক্ষিপ্ত আসবাবপত্রে নিচে মাঠে রাখা দুটি মোটরসাইকেল ভেঙে চুরমার হয়।

প্রায় পৌনে ১ ঘণ্টা ধরে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের এ তাণ্ডব চলার পর অতিরিক্ত পুলিশ বহর এনে কলেজ ঘেরাও, তালাবদ্ধ ও লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ সময় ১৯ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের জননিরাপত্তা আইনে চালান দেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্র জানায়। পুলিশের লাঠিচার্জ ও ধাওয়ায় চারজন আহত এবং ভয়ে দুই মহিলা পরীক্ষার্থী অজ্ঞান হয়ে যায়। ১৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়।

কেন্দ্র পরিচালক এবং সরকারি বরিশাল কলেজ অধ্যক্ষ, প্রফেসর সাইয়েদ আলী খান দাবি করেন সব পরীক্ষাই সুষ্ঠুভাবে হয়েছে। শুধুমাত্র হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের একটি খাতা (নং - ৪০১৫৭০) খোয়া গেছে। ভাঙচুরে ১০ লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অন্যদিকে গতকাল সরকারি বিএম কলেজে গণিত বিষয়ে সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা চলাকালে ছাত্রলীগের পারভেজ গ্রুপের ক্যাডার মেহেদীকে নকল সরবরাহে বাধা দেওয়ায় কর্তব্যরত তিন পরিদর্শক লাঞ্ছিত হন। বহিরাগত ক্যাডার মেহেদী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল হোসেন, ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক নাসির উদ্দিনকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক অমল গুহকে শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত করে।